দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২৪ মে ২০১২

হিমালয় সন্নিহিত বনাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন ভারতের বনভূমি বিশেষ করে আপার হিমালয় অঞ্চলের অরণ্যের ওপর বাড়তি চাপ ফেলছে। ইতিমধ্যেই বিপন্ন হিমালয় সন্নিহিত এলাকার বিরল প্রজাতির গাছপালা। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। জাতিসংঘের 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন' সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলনের ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করে ভারতের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়ন্তী নটরাজন বলেন, জাতীয় স্তরে বনাঞ্চলের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রায় ৪৫ শতাংশ, বিশেষ করে আপার হিমালয় অঞ্চলে। নানা রকমের চ্যালেঞ্জ সামনে। যেমন ক্রমবর্ধমান জনবসতি, জঙ্গল মাফিয়াদের গাছ কাটা, গবাদি পশুর বিচরণ ইত্যাদি। এর ঠিকমত মোকাবিলা করতে না পারায় হিমালয় বনভূমির বহু বিরল প্রজাতির গাছপালা আজ বিপন্ন। ডিজিটাল ম্যাপিং-এর ভিত্তিতে তৈরি মানচিত্রে গোটা দেশকে ভাগ করা হয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার গ্রিডে। তারমধ্যে ফরেস্ট গ্রিড ৩৬ হাজার। আপার হিমালয় অঞ্চল ছাড়া বিরল প্রজাতির গাছপালা আছে মধ্য ভারতের একাংশে ও উত্তর-পশ্চিমের বনাঞ্চলে। -খবর ডয়চে ভেলের।

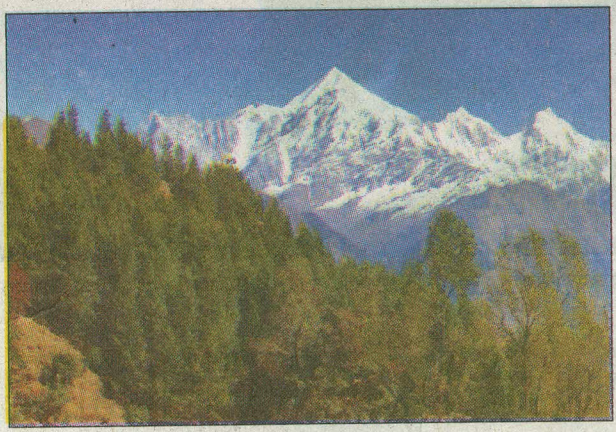

হিমালয়ের পাদদেশের বনাঞ্চল

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য বনঅধিকর্তা বি.মণ্ডল ডয়চে ভেলেকে বললেন, লোকসংখ্যা বাড়ছে, বিচরণভূমি বাড়ছে, পাহাড়ে বন ধ্বংস হলে ভূমি ক্ষয় হয়। ভূমিধস নামে। সেই ধস গিয়ে পড়ে পাহাড়ি নদীতে। তাতে নদীর গভীরতা কমে যায়। নদীর জলধারণ ও বহন ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বন্যা হয়। নদী তার গতিপথ পাল্টায়। বনের কিছু এলাকা, বহু গ্রাম তলিয়ে যায় নদীগর্ভে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের দরুন এটা হয়? নাকি এটা হলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়? সেটা কোটি টাকার প্রশ্ন।

অন্যদিকে, গতকাল প্রকাশিত জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি রিপোর্টে বলা হয়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মানুষের আর্থিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে আরো বেশি নজর রাখতে হবে। দারিদ্র্য মোচন ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা আরো কম করতে হবে বিকাশমুখী দেশগুলোকে। শিল্প উৎপাদন, ফসল চাষ, গবাদি পশুর খাদ্য এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। আর কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কম করলে শুধু পরিবেশই নয়, গরীবদের কাজের সুযোগ বাড়বে, বাড়বে আয়। ভারত অবশ্য এই রিপোর্টকে বলেছে একপেশে। রিপোর্টটি কার্বন নিঃসরণে উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে নীরব থেকেছে।